

সপ্তম অধ্যায় : ভারতের সম্পদ

সম্পদ

অর্থনৈতিক ভূগোলে, সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন একটি বস্তু বা পদার্থের উপযোগিতা এবং কার্যকরী ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

অধ্যাপক জিয়ারম্যান (E. W. Zimmermann, 1951) এর মতে সম্পদ বলতে কোনো বস্তু বা পদার্থকে বোঝায় না, কিন্তু বস্তু বা পদার্থের কার্যকরী ক্ষমতাকে বোঝায় যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের সাহায্যে মানুষের চাহিদা মেটায়। অর্থাৎ, সম্পদ হল বস্তুর বা পদার্থের কার্যকারিতা।

বসুন্ধরা সম্মেলন (রিও ডি জেনিরো, 1992) অনুসারে, জীবমন্ডলের সংরক্ষণের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে এমন যেকোন জিনিসকে একটি সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

সম্পদের বিশেষত্ব: একটি বস্তু বা পদার্থের কিছু গুণাবলী থাকলে তবেই সেটি সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। যেমন - উপযোগিতা, দক্ষতা, সর্বজনীন চাহিদা, সীমিত সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, পরিবেশগত বন্ধুত্ব, জীবমন্ডলের সংরক্ষণ ইত্যাদি

সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান: সম্পদের প্রকৃতি হল গতিশীল। মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বস্তু বা পদার্থের উপযোগিতা তৈরি করে এবং তাকে সম্পদে পরিণত করে। সম্পদ মূলত তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত হয়। যথা- প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতি।

সম্পদের প্রকারভেদ

সম্পদকে অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক অংশে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তবে স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সম্পদের শ্রেণীবিভাগ বেশি প্রচলিত। স্থায়িত্বের ভিত্তিতে সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- **গচ্ছিত বা ক্ষয়িষ্ণু বা অপুনর্ভব সম্পদ:** গচ্ছিত সম্পদ হল সেই সমস্ত সম্পদ যা প্রকৃতিতে সীমিত এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত করা থাকে। ক্রমাগত

ব্যবহারের ফলে এটি হ্রাস পাওয়ার কারণে একে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে। এটি তৈরি করে পুনরায় প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, তাই এটি অপুনর্ভব সম্পদ হিসাবে পরিচিত। এই ধরনের সম্পদের মধ্যে রয়েছে আকরিক, লোহা, কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি।

- **প্রবাহমান বা অফুরন্ত বা পুনর্ভব সম্পদ:** প্রকৃতির যে সকল সম্পদ যা সীমাহীন ও অসীম তাদেরকে প্রবাহমান বা অফুরন্ত সম্পদ বলে। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এই সম্পদটি ক্ষণিকের জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও প্রকৃতিতে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয়, তাই একে পুনর্ভব সম্পদ বলা হয়। বনভূমির গাছ, জলের মাছ, সৌরশক্তি প্রভৃতি হল প্রবাহমান সম্পদ।

সম্পদের সংরক্ষণের পরিচয়

প্রকৃতিতে সঞ্চয় করার জন্য সীমিত সংখ্যক সম্পদ রয়েছে। মানুষ অনিয়ন্ত্রিত এবং অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলে এই সম্পদগুলি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

ফলস্বরূপ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সম্পদ সংরক্ষণের একটি অনন্য প্রয়োজন রয়েছে। সম্পদ সংরক্ষণ হল সম্পদের পরিমিত উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক ব্যবহার এবং অপচয় প্রতিরোধের দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করার প্রক্রিয়া।

সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- সঞ্চিত সম্পদের প্রাপ্যতা সংরক্ষণ
- সম্পদকে দীর্ঘায়ু করা
- পরিবেশগত দূষণ প্রতিরোধ করা
- সম্পদ সংকট থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য সম্পদ সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

সম্পদ সংরক্ষণের উপায়

- সম্পদের অপচয় রোধ করে পরিমিত ব্যবহার
- সম্পদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার

- সম্পদের ব্যবহার হ্রাস
- প্রতিস্থাপিত ব্যবহার বৃদ্ধি
- সম্পদের পুনর্ব্যবহার
- অপ্রচলিত শক্তি সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি
- কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি
- সম্পদ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি উপায়ে সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

ভারতের খনিজ সম্পদ

খনিজগুলি হল ভূগর্ভস্থ বা খনি থেকে নেওয়া পদার্থ যা নির্দিষ্ট রাসায়নিক যৌগ এবং পারমাণবিক গঠন সহ প্রায় একই ধরনের পরিবর্তিত উপাদান দিয়ে গঠিত।

খনিজ সম্পদের প্রকারভেদ:

1. ধাতব খনিজ- যেমন আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তামা, সোনা ইত্যাদি।
2. অধাতব খনিজ- যেমন অম্ল, চুনাপাথর, জিপসাম, গ্রাফাইট ইত্যাদি।
3. জ্বালানি খনিজ- যেমন কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি।

আকরিক লোহা

আকরিক লোহা হল একটি লৌহজাত ধাতব খনিজ পদার্থ। প্রধানত উচ্চ শ্রেণীর হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট জাতীয় আকরিক লোহা ভারতে পাওয়া যায়। 2012 সালের হিসাবে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী দেশ।

আকরিক লোহার প্রকারভেদ: বর্তমান ধাতব লোহার পরিমাণ এবং গুণমানের উপর ভিত্তি করে লোহা আকরিককে চার প্রকারে ভাগ করা যায়। যেমন- ম্যাগনেটাইট, হেমাটাইট, লিমোনাইট, সিডেরাইট।

আকরিক লোহার ব্যবহার ও গুরুত্ব: আকরিক লোহা সরাসরি ব্যবহার করা যায় না তাই খনিজ লোহাকে পরিশোধিত করে কাঁচা লোহার সাথে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, নিকেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ মিশ্রিত করে লৌহ-ইস্পাত তৈরী করা হয়। এই

লোহা-ইস্পাত গার্হস্থ্য যন্ত্রপাতি, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, যানবাহনের উপকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, শিল্প যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

আকরিক লোহা আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা এবং সমস্ত শিল্পের একটি অপরিহার্য উপাদান। সংস্কৃতি ও শিল্পে লৌহ আকরিকের ব্যবহার সম্প্রতি এতটাই বিস্তৃত, বৈচিত্র্যময় এবং সর্বজনীন হয়ে উঠেছে যে বর্তমান যুগকে "লৌহ যুগ" বা "ইস্পাত যুগ" বলে অভিহিত করা হয়।

ভারতের আকরিক লোহার আঞ্চলিক বন্টন : ভারতের প্রধান লৌহ আকরিক খনির অঞ্চলগুলি হল: ওড়িশা, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড, কর্ণাটক, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ। তাছাড়া, মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি, চন্দ্রপুরা এবং সিন্ধুদুর্গ জেলা; অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর, নেলোর, কুডাপ্পা এবং কুর্নুল জেলা; রাজস্থানের জয়পুর, আলোয়ার, ভিলওয়ারা জেলা প্রভৃতি এলাকায় আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়।

ভারতের আকরিক লোহার সঞ্চয় : ভারতে এখন 1204 মিলিয়ন টন লোহা আকরিক মজুদ রয়েছে। উড়িষ্যা রাজ্যে 6.95 হাজার টন মজুদ রয়েছে, যেখানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে 24.29 হাজার টন মজুদ রয়েছে। (সূত্র-Indian Bureau of Mines,2013)

আকরিক লোহার বাণিজ্য : ভারত আকরিক লোহা রপ্তানিতে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভারত তার মোট রপ্তানিযোগ্য লৌহ আকরিকের 58 শতাংশ চীনে রপ্তানি করে। লোহা আকরিক যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, জার্মানি, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশেও রপ্তানি করা হয়। ভারত 2011-12 সালে আনুমানিক 471.53 লক্ষ টন আকরিক লোহা রপ্তানি করেছিল। (সূত্র-Indian Minerals Yearbook 2012)

কয়লা

কয়লা ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জ্বালানি খনিজ। ভারতে উত্তোলিত কয়লার বেশিরভাগই বিটুমিনাস শ্রেণির। 2012 সালের তথ্য অনুসারে, ভারত কয়লা উত্তোলনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

কয়লার রকমভেদ:

কার্বনের পরিমাণের ভিত্তিতে কয়লাকে চার প্রকারে ভাগ করা যায়-

- অ্যানথ্রাসাইট
- বিটুমিনাস
- লিগনাইট
- পিট

কয়লা ব্যবহার: বর্তমান সময়ে কয়লার ব্যবহার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যে এটিকে "কালো হিরে" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

কয়লা প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হয়-

1. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য
2. লোহা ও ইস্পাত শিল্পে লোহা গলানোর জন্য ব্যবহৃত কোক কয়লা উৎপাদনে
3. পরিবহন এবং গৃহস্থালির জ্বালানী হিসাবে
4. কয়লার বিভিন্ন উপজাত যেমন রাসায়নিক ও সার শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে পিচ, স্যাকারিন, বেনজিন, ন্যাপথা, সালফার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

কয়লার উৎপত্তি : ভূতাত্ত্বিকদের মতে, প্রায় 30-35 কোটি বছর আগে কার্বনিফেরাস উপযুগে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠের এক বিস্তৃত অংশের গাছপালা মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়।

পরবর্তীকালে, ভূ-তাপীয় চাপ, তাপ এবং জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদের কার্বন সময়ের সাথে সাথে প্রস্তুত হয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়।

ভারতে প্রধানত দুই যুগের কয়লা পাওয়া যায়। যেমন-

গভোয়ানা যুগের কয়লা: প্রায় 30-35 কোটি বছর আগে, গভোয়ানা যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ মানের কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছিল। গভোয়ানা যুগের কয়লা মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা উপত্যকা, দামোদর উপত্যকা, শোন ও মহানদী উপত্যকা, গোদাবরী উপত্যকা প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়।

টার্সিয়ারি যুগের কয়লা: নিম্নমানের কয়লা প্রায় 7-8 কোটি বছর আগে টারশিয়ারি যুগে তৈরী হয়েছিল। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে টার্সিয়ারি যুগের

কয়লা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া, লিগনাইট কয়লাক্ষেত্র ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ভারতে কয়লার সঞ্চয়: পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত দেশের মোট কয়লা মজুদের 99 শতাংশের মালিক। 2011-12 সালে, ভারতের কয়লা মজুদ ছিল প্রায় 28,586 কোটি টন। 2011-12 সালে, ভারতের লিগনাইট কয়লার মজুদ ছিল প্রায় 4,196 কোটি টন। (সূত্র: Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2013)

কয়লা বাণিজ্য: ভারত অন্যান্য দেশে খুব কম কয়লা রপ্তানি করে। ভারত 2011-12 সালে 18.52 লক্ষ টন (আনুমানিক) কয়লা রপ্তানি করেছিল। দেশের মোট রপ্তানি যোগ্য কয়লার সিংহভাগই পায় বাংলাদেশ। তা ছাড়া ভারত শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার প্রভৃতি দেশেও কয়লা রপ্তানি করে।

ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে, ভারত প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা আমদানি করে। 2011-12 সালে, ভারত প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় 989.29 লক্ষ টন কয়লা আমদানি করেছিল। (সূত্র: Provisional coal Statistics 2011-12, Ministry coal)

খনিজ তেল

ভূগর্ভস্থ পাললিক শিলা স্তর থেকে নিষ্কাশিত তেলকে খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম বলে। খনিজ তেল এবং পেট্রোলিয়াম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ "পেট্রা" (অর্থাৎ শিলা) এবং "ওলিয়াম" (অর্থাৎ তেল) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ফলস্বরূপ, এটি শিলা তেল নামে পরিচিত।

খনিজ তেলের ব্যবহার এবং গুরুত্ব: আধুনিক সময়ে, খনিজ তেলের ব্যবহারের সুযোগ এতটাই বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় যে একে "তরল সোনা" বলা হয়।

- বিভিন্ন ধরনের পরিবহনে জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেলের সর্বাধিক প্রচলিত প্রয়োগ
- বিদ্যুৎ তৈরিতে

- যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য তৈলাক্ত তেলের আকারে
- খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্যগুলো গুরু রাসায়নিক শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে
- সামরিক চাহিদাগুলিতে
- ঘরে আলো জ্বালানো প্রভৃতি কাজে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্য : অপরিশোধিত খনিজ তেল পরিশোধন করে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি নিষ্কাশন করার পরে, অবশিষ্ট অংশ থেকে ন্যাপথা, অ্যাসফাল্ট, পিচ, প্যারাফিন, আলকাতরা, বেঞ্জল ইত্যাদি উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে, ন্যাপথা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা উপাদান।

খনিজ তেলের উৎপত্তি : ভূতাত্ত্বিকদের মতে, 7-8 কোটি বছর আগে টারশিয়ারি সময়কালে সমুদ্রের তলদেশের মাইক্রোস্কোপিক অণুজীবগুলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহসমূহ ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা বিয়োজিত হয়ে উর্ধ্বমুখী চাপ এবং ভূপৃষ্ঠের তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন-কার্বন ঘটিত যৌগ উৎপন্ন করে। এই হাইড্রোকার্বন হল পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল নামে পরিচিত।

ভারতে খনিজ তেলের আঞ্চলিক বন্টন :

- **পশ্চিম উপকূল নদীর তেলক্ষেত্র:** ভারতের পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত, এই তেলক্ষেত্রটি ভারতের বৃহত্তম খনিজ তেল ক্ষেত্র। এই অঞ্চলের চারটি প্রধান তেলক্ষেত্র নিম্নরূপ:
 - **মুম্বাই হাই অঞ্চল:** এই তেলক্ষেত্র, যা 2000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং আরব সাগরের উপকূলে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই থেকে 100-150 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, এটি ভারতের মোট খনিজ তেল উৎপাদনের 60% এরও বেশি সরবরাহ করে। উল্লেখযোগ্য তেলের খনিগুলির মধ্যে রয়েছে হীরা, পান্না, রত্না, নিলম প্রভৃতি। 'সাগর সম্রাট' এবং 'সাগর বিকাশ' নামে পরিচিত দুটি ভাসমান তেল কূপ খনন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এখানে তেল উত্তোলন করা হয়।
 - **আলিয়াবেত অঞ্চল:** খাম্বাত উপসাগরের আলিয়াবেত এলাকা,
 - **বেসিন অঞ্চল:** মুম্বাইয়ের উত্তরে বেসিন এলাকা এবং

- সৌরাষ্ট্র ও গোয়ার উপকূলীয় এলাকা থেকে খনিজ তেল উত্তোলন করা হয়।
- **গুজরাট এবং রাজস্থান তেলক্ষেত্র:**
 - আন্ধ্রেশ্বর অঞ্চলের আন্ধ্রেশ্বর এবং কোসাম্বা
 - কাশ্মে অঞ্চলের লুনেজ, ঢোলকা, বাকাল, মহেসানা
 - আমেদাবাদ অঞ্চলের কালোল, সানন্দা, নওগ্রাম, ওয়াভেল অঞ্চল থেকে তেল পাওয়া যায়।
 - রাজস্থানের বারম অববাহিকায় মঙ্গলা তেলক্ষেত্রের মঙ্গলা, ভাগ্যম, ঐশ্বর্য প্রভৃতি খনি থেকে প্রতিদিন 25,000 ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয় (সূত্র: কেয়ার্ন এনার্জি ইন্ডিয়া)।
- **উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তেল ক্ষেত্র:**
 - আসামের উপরের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, শিবসাগর, লাকোয়া, গেলেকি, হুগরিজান, বদরপুর প্রভৃতি শহর
 - অরুণাচল প্রদেশের নিংগরু এবং খারসাং অঞ্চলের তেলের খনি থেকে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়।

করমন্ডল উপকূলের তেলক্ষেত্র: তামিলনাড়ুর কাবেরি নদী অববাহিকায় ভুবনগিরি, নরিমানম; অন্ধ্রপ্রদেশের রাজোল; কেয়া-গোদাবরী অববাহিকার কে.জি. বেসিন থেকে তেল উত্তোলিত হয়

ভারতের খনিজ তেল শোধনাগার: ভারতে এখন 21 টি বড় তেল শোধনাগার রয়েছে যা অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে গুজরাটের কয়ালি এবং জামনগর (ভারতের বৃহত্তম তেল শোধনাগার); আসামের ডিগবয়, নুনমাটি, বাঙ্গইগাঁও এবং বিহারের বারাউনি; পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম, উত্তরপ্রদেশের মথুরা এবং কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি হল উল্লেখযোগ্য।

ভারতে খনিজ তেলের সঞ্চয়: 2013 সালের হিসাবে, ভারতে 7595.9 লক্ষ মেট্রিক টন খনিজ তেলের মজুদ ছিল। এর মধ্যে উপকূলে 3964.1 লক্ষ মেট্রিক টন, আসামে

1780.7 লক্ষ মেট্রিক টন এবং গুজরাটে 1367.3 লক্ষ মেট্রিক টন তেল মজুদ রয়েছে। (সূত্র:Ministry of Petroleum and Natural Gas)

খনিজ তেলের বাণিজ্য: উচ্চ স্থানীয় চাহিদার কারণে, ভারতকে প্রতি বছর সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত এবং অন্যান্য দেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হবে। 2012-13 সালে ভারত 18.48 কোটি মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল এবং 1.58কোটি মেট্রিক টন পেট্রোপণ্য আমদানি করে। 2012-13 সালে ভারত কোনো অপরিশোধিত তেল রপ্তানি না করলেও, 6.34 কোটি মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানি করে প্রায় 3.20 লাখ কোটি টাকা বৈদেশিক অর্থ আয় করেছে। (সূত্র:MOP AND NG)

ভারতের শক্তি সম্পদ

শক্তি সম্পদ : কোনো কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে শক্তি বলে। প্রকৃতির সমস্ত অজৈব সম্পদ যা তাপ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে শক্তি সম্পদ বলা হয়।

শক্তি সম্পদের প্রকারভেদ: তাপ শক্তি উৎপাদনের উৎস হিসেবে অজৈব সম্পদের ব্যবহারে বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে শক্তিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, - প্রচলিত শক্তি ও অপ্রচলিত শক্তি

প্রচলিত শক্তি:

দীর্ঘকাল ধরে, যে সকল উৎস গুলি শক্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাদের প্রচলিত শক্তি বা চিরাচরিত শক্তি বলে। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতি হল প্রচলিত শক্তির উৎস।

প্রচলিত শক্তির উৎস: বিশ্বের প্রধান প্রচলিত শক্তির উৎস হল- তাপশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি।

তাপশক্তি : জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন তাপ শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপবিদ্যুৎ শক্তি বলে।